46
দৈনিক খবর
তারিখ ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

মতামত

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ঃ দায়ী কে ?

রেজাউল করিম

ছাত্ররাই আগামী দিনে দেশের ভবিষ্যৎ। আবার বাংলাদেশের রাজনীতি ছাত্রনির্ভর। বিগত স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে ছাত্ররা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। সে আন্দোলনে সর্ব পেশার লোক ও সহযোগিতা করে। সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে প্রত্যাশা ছিলো, দেশের শিক্ষাঙ্গনে রক্তপাত বন্ধ হবে। অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি কঠোরহস্তে দমন করা হবে। ছাত্ররা লেখাপড়া শিখে জাতীয় জীবনে গুরুদায়িত্ব পালনে ব্রতী হবে। বাবা-মা'র স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবে। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটাই ঘটছে। অস্ত্রবাজি বন্ধ হয়নি। রক্তপাত বন্ধ হয়নি। বরঞ্চ মাঝে মাঝে ছাত্ররা লাশ হয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকা পলিটেকনিক কলেজের ছাত্রনেতা শরীফকে প্রতিপক্ষের গুলীতে প্রাণ দিতে হয়। শরীফ হত্যার আসামীরা ধরা পড়েনি। সাম্প্রতিককালে ঢাকা ভার্সিটিতে প্রকাশ্য গোলাগুলীতে কয়েকজন মেধাবী ছাত্র নিহত হয়। ছাত্রদের গার্জিয়ান শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রবাজির কারণে, তরতাজা জীবন ঝরে যাওয়ার কারণে স্বস্তি পাচ্ছে না। প্রতি মুহূর্তে তারা উদ্বেগের মধ্যে কাটাচ্ছে। সরকারও চরমভাবে আইন-শৃংখলা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সুখের কথা, ক্ষমতাসীন দল সবকয়টি ছাত্র সংগঠনের রাজনৈতিক দলের সাথে শলাপরামর্শ করে, শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত রাখতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিভাবে শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত হবে, তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্দুক যুদ্ধের পর বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিছুদিন আগে জগন্নাথ কলেজে টেকসাস স্টাইলে সন্ত্রাসী আক্রমণে চর দখলের ন্যায় ছাত্ররা প্রতিপক্ষের হল দখল করে তাদের বই-পত্র, বিছানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ছাদের উপর দলীয় পতাকা উত্তোলন করেছে। প্রকাশ্যে অস্ত্রহাতে ঘুরাঘুরি করছে। সেই অভিযানে নিরীহ পথচারীর প্রাণ গেছে। তাই যদি সত্যিই সরকার শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত রাখতে চান তবে তাদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উর্ধ্বে উঠতে হবে। স্বীয় দলের ছাত্র সংগঠনের নিয়ন্ত্রণেও কঠোর হতে হবে। তা না হলে সমস্যার সুরাহা হবে না। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে ছাত্রদের অস্ত্র যোগান দিয়ে আসছে। সে জন্য উচ্ছৃংখল ছাত্ররা কোন নিয়মের ধার ধারে না। সম্প্রতি তেজগাঁও কলেজে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দু'দল ছাত্রের মধ্যে গোলাগুলী হয়েছে। তাতে মনে হয়, ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। শিক্ষাঙ্গন অস্ত্র মুক্ত রাখতে সর্বদলীয় সভার সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়নে এ মুহূর্তে কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। মুশকিল হচ্ছে, স্বাধীতার পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে নিজেরা দুর্বল হচ্ছে। পক্ষান্তরে ছাত্র শিবির বিস্তার লাভ করছে। ধীরে ধীরে ওরা সংগঠিত, প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দশকে ওরা গোটা বাংলাদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। চিটাগাং ভার্সিটিতে ওদের বর্বরতার নমুনা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ওরা ভারসাম্য হিসেবে কাজ করছে।

বিএনপি ক্ষমতায় টিকে আছে জামায়াতের সমর্থনে। সম্প্রতি জাকসুতে ছাত্র ঐক্য ছাত্রদলের কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়েছে। জাকসুতে শিবির কোন প্যানেল দেয়নি। ছাত্র ঐক্যের ভিপি প্রার্থী ছাত্রদলের কাছে মাত্র ৯ ভোটের ব্যবধানে হেরেছে। এ রকম আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। শিবির ছাত্রদলকে ভোট দিয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবির সংঘর্ষের পর অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর দ্বারা শিবিরের সূক্ষ্ম রাজনীতি বুঝতে হবে। স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর নিজেদের মধ্যে সংঘাত বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা এখনো ধরা পড়লে যুদ্ধাপরাধের জন্য ফাঁসি দেয়া হয়। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে শিবিরের ভূমিকা দেশবাসীর অজানা নয়। অথচ আজকে ওরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অধিষ্ঠিত। সরকারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আজকে গোলাম আযম সম্বন্ধে বর্তমান সরকারও নীরব। নাগরিকত্ব না থাকা সত্ত্বেও বেশ বহাল তবিয়তে আছে। চিটাগাং ভার্সিটিতে ওদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ছাত্র-শিক্ষকরা অসহায়ত্ব বোধ করছে। কর্তৃপক্ষ ভার্সিটি বন্ধ রেখেছে। ক্ষমতাসীন দল ওদের দয়ায় ক্ষমতায়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টে সন্ত্রাসীদের এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

তাই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে নিজেদের মধ্যে হানাহানি বন্ধ করতে হবে। এখনো সময় আছে, আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মতানৈক্য মিটিয়ে ফেলতে হবে। ছাত্রদের ১০ দফা এখনো পূরণ হয়নি। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এখনো কায়েম হয়নি। বাজেটে ভ্যাট প্রথা চালু হওয়ায় ছোট ছোট শিল্পসহ দেশের ক্ষুদ্র শিল্পগুলো লাটে উঠার যোগাড় হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম বাজেট ঘোষণার পর লাগামহীনভাবে বেড়ে গেছে। দাতা গোষ্ঠীর চাপে প্রায় এক দশক থেকে চাকরি ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগ বন্ধ আছে। বাজেটে নতুন শিল্প গড়তে অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। কৃষি খাতেও অর্থ ধরা হয়নি। ১০ হাজার টাকার কৃষি ঋণ মওকুফের ওয়াদা পূরণ হয়নি। তাই ছাত্রদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। ছাত্ররা যাতে এদিকে দৃষ্টি না দিতে পারে তাই ছাত্রদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টিতে কেউ কেউ হয়তো কলকাঠি নাড়াচ্ছে। দেশের ৮৫ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। গণতন্ত্র কায়েমের পর মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে লড়াই করতে হবে। তা না হলে গণতন্ত্র মেকি-মিথ্যায় পর্যবসিত হবে। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের নিশ্চয়তা চাই। মানুষ স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে গণমুখী বাজেট প্রত্যাশা করেছিলো। বাজেট মানুষকে হতাশ করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, উন্নয়নমূলক কাজ শুধু শ্লোগানের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ আছে। গণমুখী বাজেট প্রবর্তনে, বেকার সমস্যা ঘুচাতে, দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে আগামীদিনেও ছাত্রদের যথার্থ প্রয়োজন রয়েছে। সে জন্য তাদের অস্ত্রবাজি থেকে বিরত থাকতে হবে।